ভোরের কাগজ

তারিখ JUL-1 1999
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

৩।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই অনুমোদনে গুরুতর অনিয়ম

মানস ঘোষ : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিরুদ্ধে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর দুইটি বাংলা সহপাঠ বই অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করেই বোর্ড সম্প্রতি বিশেষ একটি প্রকাশনা সংস্থাকে বই দুটি প্রকাশের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে একটি বইয়ের লেখকের সম্মতিও নেওয়া হয়নি। বোর্ড সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজগুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য কথাশিল্পী শওকত ওসমানের উপন্যাস 'জননী' এবং আনিস চৌধুরীর নাটক 'মানচিত্র'কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। বই দুটি প্রকাশের অনুমতি পেয়েছে ৪, বাংলাবাজারের পাঠকবন্ধু লাইব্রেরি। বই দুটিকে অনুমোদন দেওয়ার আগে নিয়ম অনুযায়ী বোর্ডের পক্ষ থেকে কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়নি। ফলে অন্য কোনো লেখক বা প্রকাশক এতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়নি।

এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে তাদের জারি করা একটা বিজ্ঞপ্তি দেখিয়ে বলছেন, ঐ সময়ে আহ্বান করা পাণ্ডুলিপি থেকেই বর্তমান বই দুটি নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ইতিপূর্বে বোর্ড কর্তৃক উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সহপাঠ হিসেবে অনুমোদন দেওয়া 'লালসালু' উপন্যাস এবং 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের অনুমোদন বাতিল করে লেখক-প্রকাশকের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করা হয়। এ সময় সহপাঠ গ্রন্থ প্রণয়নের নীতিমালায় বাংলাদেশের চারটি

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সমগ্র শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি উপন্যাস ও দুটি নাটক নির্বাচন করার কথাও বলা হয়। এ নীতিমালা অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে বোর্ড দুটি উপন্যাস- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও অদ্বৈত মল্ল বর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং দুটি নাটক- মুনির চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ও মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ'কে অনুমোদন দেয়।

গত শিক্ষাবছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা একটি উপন্যাস ও একটি নাটক পড়ে আসছে। বোর্ড সম্প্রতি ঐ চারটি বইকে বহাল রেখে নীতিমালা ভঙ্গ করে আরো দুটি বইয়ের অনুমোদন দেওয়ায় প্রকাশকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসটি প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখকের সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও পাঠক বন্ধু লাইব্রেরি কী করে বোর্ডের অনুমতি পায় এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শওকত ওসমানের ছেলে জানেসার ওসমান ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, পাঠক বন্ধু লাইব্রেরির কাছে বইটি প্রকাশের বৈধ কোনো কাগজপত্র নাই। বইটির প্রকাশনা সত্ত্ব পাওয়ার জন্য এখন তারা চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ বোর্ডের কাছে নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমাদান সংক্রান্ত নির্দেশিকার ১৩ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা রয়েছে, 'লেখক/প্রকাশককে বোর্ড অফিসে প্রাপ্তব্য একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে তা বইয়ের সঙ্গে জমা দিতে হবে।'

বোর্ড ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে জারি করা যে বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করে 'জননী' উপন্যাসটি অনুমোদনের কথা বলছে, সে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি জমাদানের সময় (১৫ ডিসেম্বর ৯৭) শওকত ওসমান জীবিত ছিলেন।

শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের প্রকাশক বাংলাবাজারের স্টুডেন্ট ওয়েজ ইতিমধ্যে বোর্ডের কাছে লেখা এক পত্রে এব্যাপারে তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছে। তারা এ ঘটনাকে গ্রন্থস্বত্ব আইনের গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করেছে। স্টুডেন্ট ওয়েজ দাবি করছে, শওকত ওসমান জীবিত অবস্থায়ই তাদেরকে কলেজ সংস্করণ প্রকাশের জন্য নতুন পাণ্ডুলিপির ঘোষণাপত্রে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দিয়েছেন, যা বোর্ড অফিসে 'জননী'র পাণ্ডুলিপির সঙ্গে জমা দেওয়া হয়েছে।

স্টুডেন্ট ওয়েজের আপত্তির পর গত ১৭ জুন বোর্ড অফিসে এ ব্যাপারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলেও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। পাঠক বন্ধু লাইব্রেরির একজন কর্মী জানিয়েছেন, তারা বই দুটির অনুমোদনের পাশাপাশি বিক্রয় আদেশও পেয়েছেন। এখন ছাপার কাজ চলছে।

এ ব্যাপারে বোর্ড সচিব অধ্যাপক ফিরোজা খন্দকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বোর্ড সব কিছু নিয়মের মধ্যেই করেছে। বিজ্ঞপ্তি প্রচার ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান কী করে দুটি বই প্রকাশের অনুমতি পায় এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পাণ্ডুলিপি দেখে বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কাজে সরকারের সম্মতি রয়েছে বলেও তিনি জানান। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব বোর্ডের এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বোর্ড সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এ কাজটি করেছে বলে তিনি মনে করেন।

বিজ্ঞপ্তি

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি আহবান।

সরকারি নির্দেশ মোতাবেক ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রণীত নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত থাকবে বিধায় ২০০০ শিক্ষাবর্ষে প্রবর্তনের জন্য পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আগ্রহী লেখক/প্রকাশকদের নিকট থেকে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহের জন্য পাণ্ডুলিপি আহবান করা যাচ্ছে।

প্রতি বছর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি আহবান করা হবে। তিন বছরের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদন দেওয়া হবে। অনুমোদনের সময় সীমা অতিক্রান্ত হলে আগ্রহী লেখক/প্রকাশকগণ পুনঃ অনুমোদন লাভের জন্য মূল্যায়ন ফিসহ পাণ্ডুলিপি বোর্ডে জমা দিতে পারবেন। অনুমোদনের মেয়াদ তিন বছর এই শর্তটি ২০০০ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে এবং ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষের অনুমোদিত বইগুলোর ক্ষেত্রেও এই তিন বছরের শর্ত ২০০০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রযোজ্য হবে।

আগ্রহী লেখক/প্রকাশকদের পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন ফি বাবদ প্রতি ১০০ নম্বরের পাঠ্যপুস্তক অথবা এর অংশের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং প্রতি ২০০ নম্বরের বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা চেয়ারম্যান, এনসিটিবি, ঢাকা-এর অনুকূলে সোনালী ব্যাংক, এনসিটিবি শাখা, হিসাব নম্বর বি-১ এ ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুলিপি অনুমোদিত হলে একই হারে অনুমোদন ফি জমা দিতে হবে।

বিষয়সমূহ :

১. পদার্থবিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র)
২. রসায়ন (১ম ও ২য় পত্র)
৩. জীববিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র)
৪. গণিত (১ম ও ২য় পত্র)
৫. কম্পিউটার-শিক্ষা (১ম ও ২য় পত্র)
৬. পরিসংখ্যান (১ম ও ২য় পত্র)
৭. কৃষিশিক্ষা (১ম ও ২য় পত্র)
৮. অর্থনীতি (১ম ও ২য় পত্র)
৯. পৌরনীতি (১ম ও ২য় পত্র)
১০. সমাজবিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র)
১১. সমাজকল্যাণ (১ম ও ২য় পত্র)
১২. ইতিহাস (১ম ও ২য় পত্র)
১৩. ইসলামের ইতিহাস (১ম ও ২য় পত্র)
১৪. যুক্তিবিদ্যা (১ম ও ২য় পত্র)
১৫. ভূগোল (১ম ও ২য় পত্র)
১৬. মনোবিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র)
১৭. ইসলাম-শিক্ষা (১ম ও ২য় পত্র)
১৮. সমরবিদ্যা (১ম ও ২য় পত্র)
১৯. ব্যবসায়নীতি ও প্রয়োগ (১ম ও ২য় পত্র)
২০. হিসাববিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র)
২১. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা (১ম পত্র)
২২. অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল (১ম ও ২য় পত্র)
২৩. অর্থায়ন ও উৎপাদন এবং বিপণন (১ম ও ২য় পত্র)
২৪. সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা (১ম ও ২য় পত্র)
২৫. ব্যবহারিক শিল্পকলা ও বস্ত্র ও পোশাক শিল্প (২য় পত্র)

শর্তসমূহ :

(ক) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে।
(খ) পাণ্ডুলিপি নির্ধারিত সাইজ ১/৮ ডিমাই (ডাবল ক্রাউন) হবে।
(গ) কন্টেন্ট এরিয়া (Content area) ৮ ১/৪″ x ৫ ৩/৪″ হবে।
(ঘ) ১২ পয়েন্ট (Sabrena Tonny) টাইপ ব্যবহার করতে হবে।
(ঙ) প্রতি পত্রের জন্য পাণ্ডুলিপি ৪ কপি জমা দিতে হবে।
(চ) প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০ থেকে ৩২ লাইন মুদ্রণ করতে হবে।
(ছ) যদি কোন প্রকাশক পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের জন্য জমা দেন তাহলে পাঠ্যপুস্তক লেখকের সম্মতি পত্র সাথে জমা দিতে হবে।

পাণ্ডুলিপি জমাদানের শেষ তারিখ ৩০/০৬/৯৯ ইং।

বোর্ডের সহকারী সম্পাদক জনাব আবদুল কাদের মজুমদার -এর নিকট উপরিউক্ত বিষয়সমূহের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পাওয়া যাবে। পাণ্ডুলিপি প্রধান সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে।

জি-৩৬৬৬

সচিব
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।